দৈনিক সংবাদ

23

SEP 27 1999
তারিখ ...
পৃষ্ঠা 8 ... কলাম 7

সংবাদ

ঢাকা ঃ সোমবার ১২ই আশ্বিন ১৪০৬
Dhaka : Monday 27 September 1999

কম্পিউটার মেলা, ইংরেজি শিক্ষা ও অন্যান্য

রাজধানীতে বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি (বিসিএস) তাদের দ্বিতীয় কম্পিউটার মেলার আয়োজন করেছিল। কথা ছিল এ মাসের ১১ থেকে ২৫ তারিখ পর্যন্ত চলবে। এর মাঝে তিন দিন লাগাতার হরতাল ছিল বলে মেলার সময় বাড়ানো হয়েছে। এই মেলা তরুণদের মধ্যে অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছে। গত শুক্রবার নাকি রেকর্ড পরিমাণ দর্শনার্থী মেলায় গিয়েছিল, কেউ কেউ বলছেন প্রায় ৫০ হাজার। বিক্রি-বাটাও ভাল হয়েছে। এই উৎসাহকে কাজে লাগানোর দায়িত্ব সবার। প্রসঙ্গত ঢাকা মহানগরীর বাইরেও কম্পিউটার মেলার আয়োজন করার উদ্যোগ সমিতির নেয়া উচিত।

কম্পিউটার তথা ইনফরমেশন টেকনোলজি (আইটি) সম্পর্কে উৎসাহ সৃষ্টি করার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হলো ঃ এক, দেশের অভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের জন্য 'সফটওয়্যার' বানানো। দুই, সফটওয়্যার রপ্তানি। তিন, কম্পিউটার ব্যবহার করে শিক্ষাদানকে দক্ষ করে তোলা। চার, আইটি ব্যবহার করে বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি করা। যন্ত্রাংশ কিনে দেশের অভ্যন্তরে কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি সংযোজন করাটা কঠিন না হলেও বাংলাদেশের বাজার তার জন্য প্রস্তুত কিনা ভেবে দেখতে হবে।

কম্পিউটার খাতকে উৎসাহ দেয়ার জন্য সরকার 'সফটওয়্যার' ও 'হার্ডওয়্যার'-এর উপর থেকে সব ধরনের আমদানি শুল্ক ও কর মওকুফ করেছে। এই খাতে বিদেশী বিনিয়োগকে সর্বতোভাবে উৎসাহ দেয়ার নীতি গ্রহণ করেছে। এক যুগ আগে কম্পিউটার সমিতি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। তার মূল লক্ষ্য ছিল ঘরে-বাইরে, অফিস-আদালতে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটারের ব্যবহার বাড়ানো। দ্বিতীয় কম্পিউটার মেলা উপলক্ষে রাজধানীতে পাওয়া গেল 'কম্পিউটার সিটি', যেখানে ব্যবসায়ীরা তাদের সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার প্রদর্শন করতে পারবেন।

এদেশে গত কয়েক বছরে সর্বক্ষেত্রে কম্পিউটারের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্য ও সেবাখাতেও দ্রুত বাড়ছে। আইটির মারফত যোগাযোগ হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগোচ্ছে। বিত্তবানদের ঘরে ঘরে কম্পিউটার দেখা যাচ্ছে, এমনকি মধ্যবিত্ত পরিবারেও কম্পিউটার বিরল নয়। তবে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে তুলনামূলকভাবে কম্পিউটারের প্রসার আশানুরূপ হয়নি।

কম্পিউটার ও ইনফরমেশন টেকনোলজির প্রায় সব ব্যাপারেই আমরা এখনও 'রিসিভিং এণ্ড'-এ অবস্থান করছি। সবকিছুই আমরা আমদানি করছি, রপ্তানি করছি সামান্যই। এই পরিস্থিতি নিয়ে ওয়াকিবহাল মহলে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। কম্পিউটার খাতেও কি আমরা ট্রেন ফেল করতে চলেছি?

আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিতে কম্পিউটার থেকে আমরা দুভাবে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারি। এক, ডাটা এন্ট্রি। দুই, সফটওয়্যার এক্সপোর্ট। প্রথমটি শ্রমনিবিড় কাজ। বাংলাদেশে শ্রম সস্তা হলেও দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা এত কম যে ডাটা এন্ট্রি এখনও গতিশীলতা পায়নি। তার উপর আছে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা। কাজটি গার্মেন্টস শিল্পের মতো 'অর্ডার পাওয়া'র উপর নির্ভর করে। আমরা সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারিনি।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে সফটওয়্যার বানানোর ব্যাপারেও আমাদের সাফল্য নেই। সফটওয়্যার রপ্তানির উদ্যোগ নেয়া হয়ে থাকে সাধারণত ব্যক্তি বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে। বিশ্বব্যাংকের রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশে ১০টার মধ্যে ৯টি সফটওয়্যার প্রকল্প ব্যর্থ হয়। প্রধান কারণ বাংলাদেশী সফটওয়্যার প্রস্তুতকারীদের উপর কারো আস্থা নেই। তার একটা উদাহরণ হলো ঃ চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশীর বদলে ভারতীয় একটি কোম্পানিকে তাদের ৫ কোটি টাকার কম্পিউটারাইজেশনের কাজটি দিয়েছিল। সব মিলিয়ে বাংলাদেশী আইটি এখনও সুনাম অর্জন করতে পারেনি।

সফটওয়্যারের ব্যাপারে বাংলাদেশীদের ঘাটতি হলো ইংরেজি ভাষায় তাদের দক্ষতার অভাবের কারণে। প্রোগ্রামিং করলেই হবে না, তার ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে হবে ইংরেজি ভাষায় এমনভাবে তা যেন গ্রাহক বুঝতে পারে। আমাদের প্রোগ্রামাররা নাকি কাজটা পারে না। আর একটি সমস্যা হলো প্রোগ্রামিংয়ে 'স্ট্যান্ডার্ড স্ট্রাকচার' অনুসরণ না করা। অর্থাৎ অন্য সবাই যে ধারায় করে, সে অনুযায়ী সফটওয়্যার প্রস্তুত করা প্রয়োজন। এমনকি স্থানীয় বাজারের জন্যও 'স্টান্ডার্ডাইজেশন' দরকার। সফটওয়্যারের কাজটাও এক অর্থে শ্রমনিবিড়। ভারত এসব করে বছরে ৩০০ থেকে ৪০০ কোটি ডলার আয় করে। আমরা এ বাজারে ভালভাবে ঢুকতেই পারছি না। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার গলদগুলো কাজের বেলায় দেখা যাচ্ছে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা মুখস্থপ্রধান হওয়ার ফলে লিখতে শেখায় না এবং পরিচ্ছন্নভাবে চিন্তা করতেও শেখায় না। সবকিছুকে ফাঁকি দেয়া যায়; কিন্তু কম্পিউটারকে নয়। আমাদের শিক্ষাবিদরা চিন্তা করে দেখুন।